মিরপুরে ভর্তুকিতে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

কিছুদিনের মধ্যেই বোরো ধান কাটা শুরু হবে কুষ্টিয়ার মিরপুরে। কিন্তু চলমান করোনা পরিস্থতিতে দেখা দিতে পারে শ্রমিক সংকট। ফলে ক্ষেতের ধান ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষক।

এ অবস্থায় কৃষকরা ক্ষেতের ধান কেটে যেন ঘরে তুলতে পারেন, সেজন্য উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন (আধুনিক ধান কাটার যন্ত্র) বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস উপজেলা কৃষি অফিসের সামনে স্থানীয় এক কৃষকের হাতে জাপানের তৈরি একটি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের চাবি তুলে দেন।

ভর্তুকি মূল্যে মেশিন পাওয়া ওই কৃষক হলেন-উপজেলার চুনিয়াপাড়া গ্রামের মোঃ এখতিয়ার হোসেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনটির মূল্য ১৮লাখ টাকা। সরকারের পরিচালন বাজেটে কৃষি যন্ত্রপাতি সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মেশিনটি ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ মেশিন দিয়ে ধান কাটা, ঝাড়া, মাড়াই ও বস্তায় ভরা যাবে।

মেশিন বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার মোঃ শামসুল হুদা, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

কম্বাইন হার্ভেস্টারে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেছেন, উৎপাদন খরচ কমাতে ও অধিক ফলনের জন্য প্রয়োজন কৃষিজমিতে উন্নত প্রযুুক্তির ব্যবহার। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি কৃষকেরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে।

তিনি বলেন, কৃষি খামার যান্ত্রিকরণ এখন সময়ের দাবি। সরকার খামার যান্ত্রিকরণ করতে কাজ করে যাচ্ছে। দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে তা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশকেও এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখতে হবে।’

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আসন্ন বোরো মৌসুমে কৃষকের ধান কর্তনে শ্রমিক সংকট নিরসনে ১৪ লক্ষ টাকা ভর্তুকিতে ১ টি কম্বাইন হার্ভেস্টার বিতরণকালে একথা বলেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ।

কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। আর তাই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্র কম্বাইন হার্ভেস্টার কৃষকদের দোড়গোড়ায় চলে এসেছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করে ধান কাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের ৬০-৭০ শতাংশ খরচ কমে যাবে।

যে কারণে দুধ, ডিম ও সবজি ফেলে

দিচ্ছে আমেরিকার কৃষকরা

করোনাভাইরাসের প্রভাবে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে বিপর্যস্ত খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা। সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রকেও হার মানতে হয়েছে এ মহামারীর কাছে। দেশটিতে হোটেল, রেস্টুরেন্ট, স্কুল ও অন্যান্য অনেক খাদ্যপণ্যের দোকান বন্ধ হয়ে পড়ায় অনেক কৃষক নিজেদের উৎপাদিত দুধ, ডিম ও সবজি সরবরাহ করতে পারছে না, ফলে বাধ্য হচ্ছে এসব ফেলে দিতে।

ডেইরি ফারমার্স অব আমেরিকার তথ্যানুযায়ী, দেশটির কৃষকরা প্রতিদিন ৩৭ লাখ গ্যালন দুধ ফেলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতি সপ্তাহে চিকেন প্রসেসরে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৭ লাখ ৫০ হাজার ডিম। আর মাঠের ফসল মাঠেই রেখে আসছে। আন্তর্জাতিক ডেইরি ফুডস অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষকরা উৎপাদিত দুধের ৫ শতাংশ নষ্ট করে ফেলছে। অনেকে তাজা শাকসবজি মাটি চাপা দিচ্ছে, যারা পারছে তারা বিভিন্ন সংস্থাকে দান করে দিচ্ছে, যারা দরিদ্রদের সহায়তা দেয়।

কৃষকরা বলছেন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কম্পানি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা আর খাদ্য সরবরাহ করতে পারছেন না। ফলে তাদের এগুলো নষ্ট করে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। সাউথ ফ্লোরিডার কৃষকরা মাঠে ট্রাকটর পাঠিয়ে শিম, বাঁধাকপিসহ অন্যান্য সবজি মাঠেই কবর দিয়ে দিচ্ছে। সবজি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আর সি হ্যাটনের মালিক পল অ্যালেন বলেন,‘আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কিন্তু কি আর করব। জমিতেই লাখ লাখ পাউন্ড সবজি নষ্ট করে ফেলছি।’ সূত্র: নিউ ইয়র্ক টাইমস

কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল

কলুর ঘাড়ে ঘানি, চোখের ওপর মোটা কাপড়ের পর্দা দেয়া কলুর বলদ চলছে। কাঠের তৈরী ঘানিটা ঘুরছে, আর সরিষা পিষেতা থেকে তেল বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে মাটির পাত্রে সরিষার তেল। এভাবে তৈরি হয় খাঁটি সরিষার তেল। এর ঝাঁঝালো গন্ধে চোখে পানি এসে যায়।

বলছিলাম কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল তৈরীর কথা। কয়েক বছর আগেও একমাত্র এই ঘানি ভাঙানো সরিষার তেল দিয়েই মিটতাসে কল পরিবারের তেলের চাহিদা।

বর্তমানে এখন আর এই ঘানি প্রত্যন্ত গ্রামে ও খুজে পাওয়া যায় না। তাই খাঁটি সরিষার তেলও মেলে খুব কম। বর্তমানের ভেজালের দিনে শতভাগ খাঁটি জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ কারণে তার ক্রেতা ও বেশি।

শুধু এলাকার মানুষ তার এ খাঁটি তেল কেনেন না, জেলা শহর থেকেও আগ্রহী ক্রেতারা এসে তেল নিয়ে যায় মিজানুর রহমান। কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা। এক সময় সংসারের স্বচ্ছলতা আনতে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন সুদুর মধ্য প্রাচ্যের দেশ ওমানে।

হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দিনরাত খেয়ে না খেয়ে কাটিয়েছেন বিদেশে। ৫ বছর বিদেশ থাকার পর এক সড়ক দূর্ঘটনায় তার দুই পা ভেঙে যায়। এরপর আর বিদেশ থাকা হয়নি তার। দেশে ফিরে এসে যৎসামান্য টাকা আর হালের দুইটি বলদ দিয়ে শুরু করেন পৈত্রিক ব্যাবসা।

নিজের সংসারের হাল ফেরানো আর মানুষকে ভালো খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে চলেছেন তিনি। শুরু করেছেন ঘানিতে সরিয়া পিশে তেল তৈরী করে বিক্রির কাজ। আর তার এই কাজে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন তার মা।

আব্দুল্লাহ শাহ নামের এক ক্রেতা জানান, এক সময়ে কাঠের ঘানির সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় নিংড়ানো খাঁটি সরিষার তেল এক সময় কুষ্টিয়ার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জের হাট বাজারে বিক্রি হতো। এ তেল বিক্রি করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতেন কলু স¤প্রদায়রা।

তবে এক সময়ের গ্রাম বাংলার এই অতিপরিচিত দৃশ্যটি এখন খুব একটা চোখে পড়েনা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই করা হয় তেল ভাঙানোর কাজ।

মিজানুর রহমান বলেন, বিদেশ যাওয়ার কয়েক বছর পর সড়ক দূর্ঘটনায় ফিরে আসি। সে সময় দেশে ফিরে বাড়ীতেই হালের বলদ দিয়ে শুরু করি পৈত্রিক ব্যাবসা। ৫ কেজি সরিষা থেকে প্রায় আড়াই কেজি তেল তৈরী হয়। আমরা এই তেল এখান থেকেই ১২০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি করে থাকি। অনেকেই এই ঘানি দেখতে আসে এবং তেল কিনে নিয়ে যায়।

ফজল শাহ নামের এক বৃদ্ধ বলেন, আগে তো আমরাই সরিষার তেল দিয়েই তরকারী খেতাম, ভর্তা ভাজি খেতাম, শরীরে মাখতাম। আর এখন অনেক টাই কমে গেছে এর ব্যবহার। তাছাড়া ভেজালের ভীড়ে আমরা হারিয়ে যেতে বসেছি আসল কেই। যদি কোন ভেজাল না মেশানো হয় তা হলে এই তেলের উপরে আর কোন তেল নেই।

মার্কেটিং আর চটকদার বিজ্ঞাপনের জন্য সবাই ভুলতেই বসেছেন আসল-নকলের পার্থক্য। তবে মিজানের ঘানি দেখতে প্রতিদিনই আসে আগ্রহী ক্রেতা আর দর্শনার্থীরা।

কুষ্টিয়ায় পরিবেশবান্ধব পার্চিং পদ্ধতিতে সফলতা

কুষ্টিয়ায় পরিবেশবান্ধব পার্চিং পদ্ধতিতে সফলতা এসেছে। জেলার ছয়টি উপজেলার কৃষকরা এ বছর বোরো মৌসুমে ধানক্ষেতে পোকা দমনে কীটনাশকের পরিবর্তে পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসব উপজেলার কৃষকরা তাদের বোরো মৌসুমে রোপণকৃত ফসলের ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে দিচ্ছেন।

গাছের ডালে বিভিন্ন ধরনের পাখি বসে ক্ষতিকর পোকা খেয়ে ফেলছে এবং ওইসব পাখি পার্চিংয়ে বসে ক্ষণিক সময়ের জন্য বিশ্রামও নিচ্ছে। এভাবে কীটনাশক ছাড়াই পোকার আক্রমণ থেকে ধান গাছ রক্ষা পাচ্ছে বলে জানান উপজেলা কৃষি বিভাগ।
কৃষি অফিসগুলো বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্চিংয়ের আয়োজন করেছে। এর ফলে কৃষকরা একদিকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, অন্যদিকে পরিশ্রমও কমে যাচ্ছে।

রোববার সকালে বলিদাপাড়া ব্লকের মশান গ্রামের কৃষক সাবান আলীর জমিতে গিয়ে দেখা যায়, সম্প্রতি রোপণ করা ধান ক্ষেতে গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলামের পরামর্শে এই ডাল পুঁতে দিচ্ছেন তিনি।

মিরপুর উপজেলার মশান গ্রামের কৃষক আবুল কালাম জানান, জমিতে

পার্চিং করা বা ডাল পালা, বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দেয়ার পদ্ধতিটি খুবই সহজ। এর তেমন কোনো খরচও নেই। পাখি ডালে বসে মাজরা পোঁকার মথ, পাতা মোড়ানো পোঁকা মথ ও ফড়িং জাতীয় পোঁকাগুলো সহজেই ধরে খেতে পারে। এতে পোঁকা আর বংশ বিস্তার করতে পারে না।

মিরপুর উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার নিহারুল ইসলাম জানান, মাটি, ফসল ও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর কীটনাশকের পরিবর্তে ক্ষেতে পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষকরা এখন বেশি সচেতন।

আরেক উপসহকারী কৃষি অফিসার মাহিরুল ইসলাম বলেন, পার্চিং পদ্ধতি হচ্ছে পাখির মাধ্যমে ফসলের পোকা দমনের উত্তম ব্যবস্থা। তিনি বলেন, আমার ব্লকের অন্তত ৩০ জন কৃষকের মাঝে এই পার্চিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা এলাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ধারাবাহিকভাবে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এর উপকারিতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করছে। পাশাপাশি ধান ক্ষেতের পোকা দমনের জন্য পার্চিং ব্যবহার পদ্ধতি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

গাংনীতে আবাদী জমিতে পুকুর কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ফসলী জমিতে পুকুর কাটার (খনন) মহোৎসব চলছে। প্রতিদিনই নানা স্থানে প্রশাসনের দৃষ্টি আড়াল করে অবাধে ২ ও ৩ ফসলী জমিতে পুকুর কাটার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাঠে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের প্রভাবশালী ফজলুর রহমান বিশ্বাস ক্ষমতাসীন দলের নেতা তার আবাদী ৩ বিঘা জমি ও জেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম জমিতে এসকেবেটর মেশিন

দিয়ে পুকুর কাটাচ্ছেন।

পাশেই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক খলিলুর রহমান, অবঃ সেনা সদস্য জামাল, নুরুন্নবী, শাহাবউদ্দীন, রমজান মাষ্টার, জুগিরগোফা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে আলম হোসেন ও (ফায়ার সার্ভিস কর্মী) দেড় বিঘা জমিতে পুকুর খনন করেছেন। একই ভাবে জুগিরগোফা ইউনিয়ন পরিষদের পার্শ্বের মাঠে একাধিক আবাদী ধানী জমিতে বড় বড় পুকুর খনন করেছেন।

অন্যদিকে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বের মাঠে ২-৩ ফসলী জমিতে পাশাপাশি ৫-৬ টি পুকুর খনন করা হয়েছে। এমনি করে ষোলটাকা, সহড়াবাড়ীয়া, রায়পুর গ্রামে আবাদী জমিতে দেদারসে পুকুর খনন চলছে। হাইকোর্টের সরকারী নিষেধাজ্ঞা বা প্রশাসনের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনবোধ মনে করেনি।

এব্যাপারে নারী নেত্রী নুরজাহান বেগম দম্ভ করে বলেন, আমার জমিতে আমি পুকুর খনন করছি। এতে সাংবাদিকদের বা সরকারের কি! ২/১ দিন আগে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সাহারবাটি ইউপি ভূমি সহকারী অফিসার সরেজমিনে নিষেধ করে আসলেও আবার পুকুর খনন শুরু হয়েছে।

এব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, উপজেলার সকল ক্ষেত্রে জনগণকে সরকারী আইন সম্পর্কে অবহিত করা হলেও অনেকে এসব নিয়ম মানছেন না। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যেন এক শ্রেণির মানুষ মহোৎসব মনে করে আবাদী বা ফসলী জমিতে পুকুর খনন করছে।

তবে পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা অভিযোগ দিলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এলাকাবাসী।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরের শোলমারীতে বসানো

হলো সোলার পাম্প

সাশ্রয়ী খরচে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ পাম্প। মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের গোলাম মর্তুজা মতু’র উদ্যোগে সেচ দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছে সোলার পাম্পটি। সল্প খরচে সেচ দিতে পেরে সেখানকার কৃষকরাও বেশ খুশি।

মতু জানান, এর আগে আমি ডিজেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সেচ দিতাম। এতে বছর শেষে আমার খরচ হতো প্রায় এক লক্ষ্য টাকা। কিন্তু সোলার পাম্প বসানোর পর যে খরচ হচ্ছে তাতে মনে হয় বছরে পচিশ হাজার মতো খরচ হবে।

সোলার পাম্প পরিদর্শনে আসেন পাওয়ার অব সলিউশন ঢাকা এর প্রোপাইটার মানিক রানা।

এসময় তিনি বলেন, পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ি খরচে কৃষকদের সেচের জন্য নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে কৃষকরা বেশ উপকার পাচ্ছে।

মেহেরপুর জেলার সোলার পাম্প পরিবেশক মরিয়ম ইলেকট্রনিক্স এর প্রোপাইটার নাসির উদ্দিন জানান, ইতি মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় সোলার পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকদের মাঝে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

মেপ্র/আরপি

কুমারখালীতে তিনদিন ব্যাপী কৃষি মেলা উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে তিনদিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে

মেলার উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া-৪(খোকসা-কুমারখালী) আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসরাম খানের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের কর্মকর্তা সেলিম হোসেন। অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি ও গ্রামিণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবহ্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমারখালী উপজেলার আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী মেলায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২৫টি স্টল অংশগ্রহন করে।

মেলা উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কৃষির উন্নয়ন নিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান ও কৃষি ভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে চুক্তিবদ্ধ ধান বীজ উৎপাদকারী চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মেহেরপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আওতাধীন চুক্তিবদ্ধ বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের নিয়ে বোরো ধান বীজ উৎপাদন কলাকৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী মেহেরপুর বিএডিসির প্রশিক্ষণ রুমে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর বিএডিসির উপপরিচালক এনামুল হকের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি (ঢাকা সার্কেল) এর যুগ্ম পরিচালক মুস্তাক আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক হাসমত আলী মিঞা, কুষ্টিয়া ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান দেওয়ান, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. আকতারজ্জুমান, মেহেরপুর বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ, সহকারি পরিচালক কামরুল হক মিয়া।

প্রশিক্ষণে চুক্তিবদ্ধ ৫০ জন চাষী অংশগ্রহণ করেন।

মেপ্র/ইএম

পেঁয়াজ চাষে ব্যাস্ত কুষ্টিয়ার কৃষকরা

পেঁয়াজকে অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে জমিতে যত্ম সহকারে দল বেধে পেঁয়াজের চাষ করছে কুষ্টিয়ার চাষীরা।

তবে দেশীয় পেঁয়াজ এর চেয়ে হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ বেশী লাগানো হচ্ছে, চাষীরা বলছেন অল্প খরছে ভালো ফলন হওয়ায় এই হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ লাগানো হচ্ছে।

অন্যদিকে পেঁয়াজের চাষ বেশী হওয়ায় পুরুষের পাশাপাশি নারীসহ ছাত্রছাত্রীরাও পেঁয়াজ লাগানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছেন।

কুষ্টিয়া শহরতলীর মোল্লাতেঘরিয়ার মাঠ সবাই দল বেধে একটি লাইনে একসাথে পেঁয়াজের জমিতে বসে পেঁয়াজের চারা রোপন করছেন। এবার পেঁয়াজের দাম মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে চাষীরদের। অন্য সব ফসলের পাশাপাশি পেঁয়াজ চাষের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন চাষীরা।

আব্দুল্লাহ নামের এক শিক্ষার্থী জানান, এখন স্কুল বন্ধ রয়েছে। তাই অন্যের জমিতে পেঁয়াজ লাগাতে এসেছি। তিনশত টাকা হাজিরাতে আমি পেঁয়াজ লাগাতে এসেছি। এই টাকা দিয়ে আমি বই খাতা কিনবো। আমার মতো অনেকেই এসে পেয়াজ লাগাচ্ছে।

কমলাপুর গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ বলেন, গতবছর আমি ১০ কাঠা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম। কিন্তু পেয়াজের দাম না পেলেও এ বছরে পেঁয়াজের অনেক দাম থাকায় এবারে ৩বিঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগাচ্ছি। শ্রমিক ঠিকমতো না পাওয়ায় নারী শ্রমিকদের দিয়েও পেঁয়াজ লাগাচ্ছি।

কৃষক বোরহান উদ্দিন জানান, আমরা চাষী মানুষ। শুধু ধান চাষ করলেই হবে না। এবার পেঁয়াজের দাম ভালো হয়েছে। তাই এবারে একটু বেশি করে পেঁয়াজ চাষ করেছি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক কৃষিবিদ রঞ্জন কুমার প্রমানিক বলেন, কুষ্টিয়া জেলায় এবার ১১ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদ হয়। তার মধ্যে পঁচিশশো ৫০ হেক্টর জমিতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ সেটা কর্তন হয়ে গেছে। সবমিলে ফলন হয়েছে ১১ থেকে সাড়ে ১২ টন পার হেক্টর, তাতে আমাদের বাইশ হাজার নয়শো নব্বই মেট্রিকটন উৎপাদন হয়েছে।

তবে পরবর্তীতে চারা পেঁয়াজ যেটা রোপন করা হচ্ছে এই পেঁয়াজটা মার্চ এপ্রিল দিকে উঠবে, এবং বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগ। বাংলাদেশের যে পাঁচটি জেলায় পিঁয়াজের বেশি উৎপাদন হয় তার মধ্যে কুষ্টিয়া একটি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার কুষ্টিয়ার পেঁয়াজ দিয়ে দেশের বড় একটি চাহিদা মেটানো যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

মেপ্র/ আরপি